ইমপ্ল্যান্ট

এ পদ্ধতি মহিলাদের জন্য অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি । এতে রয়েছে একটি বা দুটি নরম চিকন ক্যাপসুল যা (দেয়াশলাই -এর কাঠির চেয়ে ছোট) মহিলাদের হাতের কনুইয়ের উপরে ভিতরের দিকে চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।

কখন ইমপ্ল্যান্ট নেয়া যায়

- যে কোন সক্ষম দম্পতি এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন
- মাসিকের প্রথম ৫-৭ দিনের মধ্যে ইমপ্ল্যান্ট নিতে হবে। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের কাছে ইমপ্ল্যান্ট নেয়া যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের সুবিধাসমূহ

- এ পদ্ধতিটি ৩/৫ বছরের জন্য কার্যকর
- পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালেও নেয়া যায়
- বুকের দুধ কমায় না
- প্রসব পরবর্তী পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যায় প্রয়োজনে খুলে ফেলে দ্রুত সন্তান ধারণ করা যায়।

ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ

- কারো কারো ক্ষেত্রে মাসিক অনিয়মিত হতে পারে
- মাসিক বন্ধ হলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়
- মাসিকের সময় রক্তস্রাব বেশি হতে পারে
- দু-মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্তস্রাব হতে পারে
- মাথা ব্যথা হতে পারে
- ওজন বেড়ে যেতে পারে